মেসবা আলম অর্ঘ্য- র কবিতা

সম্মিলকি

সিটের উপর
স্টিয়ারিঙ উপচে পড়া ল্যাটিনা , আর শূন্য ফ্ল্যাটে অভাবিত
আমি সিরিয়াস
এবং বিষন্ন
দরোজা খুলতেই ন্যাংটো ছেলেটিকে দেখে
ল্যাটিনার উপচে পড়া ধ্রুপদ
শূন্য ফ্ল্যাটে আমি তাকে প্যান্ট পরে নিতে বললাম।

* * *

আমি প্রতিদিন মেলো - মাথার দু'পাশের দূরত্ব মাপি
গজফিতা পেরিয়ে যায় সাইকেল, কবুতর, এডিনোসিন পড়ুয়াদের ক্লাশ
আর চাবিকাটা যন্ত্রটি যেসব নকল ভুলে যাবে
কন্‌টেক্সট
এই ফ্ল্যাটে আমার যা যা দেখার ছিল –
ক্লসেটে একটা সূতা ছেড়া পুতুল পাওয়া গেছে
আমি দেখি চাবি
চাবির গণিত যে পুতুলে বাইনারি
Somniloquy -
যাবতীয় ক্যাসেটের ফিতা মুছে আমার স্মৃতিহীনতা রেকর্ড করেছি সারারাত।

* * *
চায়ে ডুবায়ে শুকনা বিস্কুট খাই
আর ভাবি
মাথার দু'পাশ কত দূর ?
আমারোতো গর্ত আছে - গর্তের সুচারু কনভেক্স
গর্ত, মানে বৃষ্টি
বাবলা গাছ লতিয়ে ওঠা নতুন তোয়ালে – বাতাস দিয়ে ভরে নাই
আমি বাথরুমের কোণা থেকে ন্যাংটো ছেলেটির ফেলে যাওয়া মোজা বার করি
আমাদের পায়ে কার দূরত্ব লাগে
পুরানো করিডোর, গোলাপি পালিশ – একেক দেরাজে রাখো এক এক কাপড় - - এইভাবে বিরলতা,
বিরলতা, আমি ভাবি নানা রেঞ্জের শুকনা বিস্কুট
কার বিরলতা !
বাক্স বাক্স চিঠির প্রত্যুত্তরে
আমি ছেলেটিকে যন্ত্র লুকাতে বললাম

পাশের ফ্ল্যাটে চীনা ভাষায় গান গেলো যারা
ওই দিকে ওদের চাবি
ওদের মাছ ভাজার গন্ধ করিডোরে বেরিয়ে এসেছে

২

উদাহরণঃ নিদ্রাচারিতা –
ঘুমের ভিতর
দরোজা খুলে উপরতলার
দরোজায়
জেগে উঠে নেমে আসা নিচে

শূন্য ফ্ল্যাটে অনেক শব্দ শোনা যায়

আমি কড়া নাড়ি –
শান্ত মেঝেতে তার রং – বাদবাকি সূচক ভাল না, রাগ লাগে, আঙুল ফুটাই

এবং মাছ ভাজার গন্ধ

সূতাছেড়া পুতুলটির চুল জট বেঁধে আছে ।

ঘুম ভাঙার পর কেন উপরতলায় দাঁড়িয়ে থাকা গেলো না কিছুতেই ?
নিদ্রাবয়ানের স্মৃতিফিতা বাজাতে ভয় হলো

আকাশ ও আসমানী দু’ভাগ করা শুকনা বিস্কুটে
আমার ঘুমন্ত চোয়ালে রোগ – প্রথম রাতের ক্যাসেটে দাঁত ঘষার শব্দ ছাড়া কিছু পাওয়া যায় নাই

৩

একটা না দেখা ইশারা
করিডোরে বুলেটিন বোর্ড , নানা রঙে নোটিশ টাঙানো
তার প্রাবরণ ও মনযোগ

যার কাছে আসমানী হলো সরল অভিকর্ষ
তিনি অনেক ভাল ভাল লোক হারিয়ে যাওয়ার গল্প জানেন

মন্ড থেকে শুরু -স্থির ধারালো ব্লেডে ধনেপাতা, পুদিনা, আর আস্ত পেঁয়াজ
বোতামে হাত রেখে বলেন
গর্ত ছাড়া সিমেট্রি হয়না , সিমেট্রি ছাড়া মুখমন্ডল
একটা খোসা ছাড়ালে দেখবে আরেকটা
আরও মিহি, মানে কেন্দ্রগত
মিশ্রক !
মিল হলে ছবি
না হলে আসমানী। ওরা বেশি এলার্ম ঘড়ি বাজারে ছাড়েনা

বরফহ্রদে অনেকে বেরোয় এসময়
বরফহ্রদে টহল পুলিশ

যত আয়না তত প্রান্তহীন নোট – সাবধাণতার এই মানে ওষুধের গায়ে লেখা নাই
নানা দোটানার নোটিশ আটকে রাখা বুটপিন
অনেক পিন মিলে একেকটা ফিতা
একেকটা রাত
মিল
আর সেলাই খুলে হারিয়ে যাওয়া আঠার রেসিপি খুঁজছি যখন ফ্ল্যাটের ভিতর
খোঁজের আত্মমুখীতায়
স্থির, ধারালো ব্লেডে
ঘুম – ও ঘুমের অয়নাংশ – আমি স্বাভাবিক
বরফপাতে লোককথা শুনি
চুম্বক কারখানার লোককথা ।

সমবেত হতে মিথ লাগে
যেমন আতঙ্ক
শিরদাঁড়া পেঁচিয়ে নামা ভয়
চুম্বক পেতে লাগে একটা কয়েল, আর বিদ্যুৎ
এমন অনেক হারিয়ে যাওয়ার গল্প লেখা আছে বইয়ে
মুদ্রাস্নাতকেরা বোঝে
বাতিল করাতস্তূপের পাশে গজিয়ে ওঠা নতুন চারার মত ক্লান্তি - শুধু এই সংঘর্ষে কী হয় ? তেমন কিছু না
বিস্তার আসলে আড়াল ছাড়া কিছু না,
ওরা জানে, মেঘলা বিকালে
শত শত দাঁড়কাক ধরা পড়ে গিয়েছিল দুইটা তুষার ঢাকা দালানের মাঝের আকাশে

৪

ওদের বন্ধুরা খরগোশের গর্ত নিয়ে ভাবে

বসার ঘরে সুড়ঙ্গের ছবি ,
ওদের বাগান ও ছুটির কথা বইয়ে আছে
ছোট ছোট মানে কষে নেয়া
তাই বিভ্রম
উপাত্তের অভাব থেকে খারাপ দিকগুলো আলাদা করা যায়
বিভ্রম না থাকলে এইসব যন্ত্র মনে হবে

ওরা চুল আঁচড়ায়
আঁচ লাগিয়ে সোজা করে।

আবেগ যে দীর্ঘ খুনের তালিকা – তাকে বয়ে বেড়ানো আর ধরে রাখা এক কথা নয়
পাড়ার মনযোগ এক দিকে মুছে মুছে আনার কৌশল
মিল আর মানের সুযোগ করে দেয়া
একটা সিঁথি কেটে দেয়া

* * *

সিঁথি রপ্ত করছি

ওরা আমার ঘুমন্ত জুলপি দ্যাখে জানালায়
ওরা আমার চাওয়া
অভ্যাস
বা গ্লিফ
স্থির মিশ্রকে, রপ্ত করছি এক পাড়া মনযোগ সরিয়ে – এই স্বপ্নদৃশ্য ওরা
যখন বাগানে মেঘ করছে
তুষার ঝরছে

ওদের বেড়াল ছানাগুলো সবচে আদুরে

৫

রূপ ও রূপার মাঝে কোন কর্পুর
উবছে তার কংকাল হয়ে ?
যত বাড়ি ফেরার মিল হাতসাফাই করে দেখিয়েছে

রানওয়ে জুড়ে পাখিতাড়ানোর
লোক নামে –
কোন ব্যাগে রাখার পুতুল এই স্মৃতি
এবার স্পর্শলোভী করো
জড়িয়ে ধরে ফেলে দাও, আলাপের খোসা ভাঙো ভিতর দিক থেকে
তার মেঘলা দিন ভাঙো

নিছক ফেন্স নয়, আরো অগভীর কনভেক্স চাই
বা ঢেলে সাজানো সূঁচস্তুপে হারিয়ে ফেলা খড় বিমান উড়ছে বিমান ফিরছে

রেণু থেকে লিলির অনুবাদ না
শুধু তার বাগানপ্রসূত অস্থিরতায়
আমি হাউন্ড হাতের তরুনী ভয় পাই
আরেকটু জোরে পা ফেলি
সুতরাং, সব চাবি আসলে উদ্বাস্তু
অচেনা শহরের পাতালরেলে এলোমেলো ঘোরাঘুরির মত
আমি আরেকটু রুকি হতে চাই
আরেকটু গাধ

উনি বলল – বড়শির পর যেতে হবে উপযুক্ত পোকার দোকানে
যেমন হ্রদ তেমন হুক
তেমন তার ‘যত্নে রেখো’ বলা জেটের কম্পনে এখানে মাছ পালিয়ে যায়

আমি আমার সব পালিয়ে যাবার ভিতর বড়শি ফেলে বসে আছি – পুরানো স্কুলের ফিকে এলবাম
কী হবে এই স্পর্শক দিয়ে
বিস্ময়ের অণু

আর ভুল অনুবাদে যেই কম্পন নাম নিয়েছে বিস্ময় –
টেক অফের অনেক পর
দূর আকাশে কেরোসিনের দাগ স্পষ্ট হলে আমরা আবার ছিপ ফেলি

৬

“তোমার দাগগুলি আলাদা রেখোনা” – উনি খোলশ পাল্টান

“বরং ওদের একা থাকতে দাও –
খুব সাধারণ নকশা ভাবো
যেমন মই
অর্ধেক মই , চিরুনি
কেন চামড়া ক্ষত ঢাকছে
পর্ণো খুলছে
একটা রেণুর দিকে তাকালে তার বাগান ঝাপসা হয়ে যায়
গভীর বনে লুকানো অর্কিড,
ওদের উপেক্ষার ভয়
হয়তো লুকানো, হয়তো মনে আসে কাগজের নৌকার কথা
ডোবার বদলে ছিঁড়ে মিশে গিয়েছিল হ্রদের পানিতে
একবিন্দু রেণুর পেছনে
একবিন্দু ট্রাকটরের ওলোটপালট – ইন্দ্রিয়ের পঞ্চনায়কি ওইখানে, তার প্রকৃতিবাদ্য – ”

আমরা এই নিয়ে কোথাও পৌছাতে চাই না
আমরা জানি বড়শি ছোঁড়ার কৌশল হলো তাকে একা রাখা
দূরে চুপচাপ ডুবে যেতে দেয়া।
প্রতিটা অর্কিডের রঙ ও আকার ঠিক করে নেয় তার পোকা
ওখানেও মেঘলা দিন আছে
ফুল, পোকা বা তার পেটের আকৃতির চাইতে পরাগায়ণ বড় করে তোলে

আমরা ছিপ ফেলে বসে থাকি। একটা ট্রিলজি ভাবি – সংকট যে উপেক্ষার মুখ উল্টে দেয়, তা’ই পরিবর্তন

অন্ধকারে ফ্যান ঘুরছিল। পাখায় ধুলা জমছিল , গ্রিলে
এই নাকি আমাদের শূন্য ফ্ল্যাটে মোজা খুঁজে পাওয়া, বাহু মেলে ধরা
শহরে চক্কর দিয়ে এক রাস্তা নামলো উত্তরে
একটা উঠলো – কোনটা কার বুঁদ – আমরা পরদিন লেকের ধারে চুইংগাম খাই আর ভাবি
ওখানে কার মাড়ির রোগ ছিল,
একটা না- কোর্ট, ফ্যানের পাশে একবাটি পানি – কে তার বদলের অপ্রিয় হবে

বিকাল বেলা যত রং খেলা করে হ্রদে –
উনি বলল নিতন্দ্রা – তুমি স্বপ্নে দেখলা তোমার ঘর খুলছে অন্য ভাড়াটিয়া

৭

এপ্রিলের পাখি আর ভাল লাগছিল না। ঘুম পাচ্ছিলো। হার গলে আংটি হচ্ছিলো।
কেন ভোঁতা হয়ে আসে মাছরাঙা
কখন আর দেখতে পাচ্ছিনা – বুঝতে চেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম

“তোমার প্রিয় সজ্ঞটি ভাবো – অস্থি, গ্রন্থি, অধ্যায়, মেরু, লিপি – কে বাড়ে এদের আঁচড়িয়ে
কে গড়িয়ে নেয় তোমার দাগ ধরে আপন কুন্ডুলি?
কোথায় তুমি বাদ
কুকি বিস্কুট
দাঁতের নিচে শব্দ করে ভেঙে আসতে পারে
সমান করে শাখাছাঁটা গোলকধাঁধায়,
আর যে মুখের ভিতর কথা বলে তোমার সাথে, করিডোর থেকে করিডোরে নিচু ট্রাইপডে ঘুরছে। ক্যামেরা নাই”

করিডোর তো একেকটা নতুন পাতা, অনেক ছায়ার গল্প নিয়ে যে আমাদের রেপ্লিকার গুরুত্ব ভাবায়
মনে করিয়ে দেয় বড়শি আর মাছরাঙার পার্থক্য
সবার ভাল লাগতে নাই
কিছু গাছের নাম হবে রোদ, কিছুর অশ্রুউইলো,
যদিও অর্কিড তার জমজ পোকাটির মায়া, তবু তার অন্য যৌনতা আছে । খোসা আছে, ঘ্রাণ, শব্দ, হয়তোবা বাতি
ব্লেড উন্মুখে
তোমার চিবুকের ফেনা, শিফন, আলুথালু
মেঘ চিরে রোদ
বাতাস শব্দ করে হ্রদের পানিতে, ঝাউগাছে, যার নাম ব্যথা, বোঁটা থেকে বোঁটায় বাহিত পত্রালি

উনি আঙুল তোলেন - “ওখানে আগে পোতাশ্রয় ছিল। ঝড়ের সময় আলোর নিচে অনেক নৌকা জড়ো হতো।
পুরানো বাতিঘরটি ভাঙা হয়নি”

৮

আমরা সেমিটারি ঘুরে ঘুরে দেখি, নিজেদের নিন্দামন্দ করি, অপরিমিত বলে, তোতলা বলে
সারি সারি এপিটাফ, মনে হয় কবর মাত্রই জীবিতের
তির তির কাঁপছে তার কম্পাসপূর্ব ডক
ডকপূর্ব জ্যোতিষী । কারো জন্য নয়, রেলের ধারে যে বৃষ্টিটা থাকতেই হত
দেখো তার দীর্ঘ আলুলায়িত লোহা – এই লাইন সামনে বেঁকে পাতালে ঢুকেছে
সেতু আর সুড়ঙ্গের মাঝে
কবে নদী কোথাও নদীতে

গত সপ্তায় ছুরি কিনেছি
তারপর থেকে নরম করে যাচ্ছি আলোয়ান, অনেক বোঝাচ্ছি – অন্তত কিছু মিথ ফেরানো দরকার
ইস্পাতের রোধ, মাংসের রোধ – সমস্ত দেখবো চোখ খুলে
ফিরে আসবো –

এই কোথাও- কবের মোহনাই কেন গল্প হয় , কেন ওদের বাদ দিলে থাকে শুধু চোখ আঁকার ব্রেইল বর্ণনা

পুলের নিচে পুলের উল্টানো ছায়া, পাপড়ি, কাজল টানা ঢেউ
জলজ লতাগুলো পরস্পর দৃষ্টি গোপন করে রাখে
মনগড়ে মিলিয়ে নেয়
যেই শত শত আচমকার দেখা মিলছেনা না – কৌতুহল চেপে রাখছি অনুমানে
অথচ কত কিছু বলতে চাই

“কাব্যের বানোয়াট কীভাবে কবিতা আটকে রাখে !
বার বার ভুলে যাচ্ছো আসনের প্রয়োজনও উপলক্ষ কেবল ;
ও তো খুব লাজুক ; শুরুতে কিছুই বলে না। শুধু সূক্ষ্ম একটা কল্পনা ঢুকিয়ে দেয় মাথার ভিতর
যেহেতু পাপ মাত্রই মূল্যচিন্তা , তুমি অনবরত তৈরি করে যাও নিজস্ব জটিল মেঘ দেখা
যা আছে তা এমনি হয়ে আছে
তবু এই বোবা রোগ
হাঁসের দিকে তাকিয়ে হাঁস দেখছো না, দেখছো সবুজ
সবুজও আসলে না , দেখছো দক্ষিণের ক্রুশতারায় তিনদিন ঝুলে থাকলো ডিসেম্বরের সূর্য
তারপর এলো পুনরুত্থান
পাখিগুলো একটু একটু করে দীর্ঘ ভ্রমণের প্রস্তুতি নিলো ”

আবার সেই বোকা ।
আমরা হাসি, নিজেদের তিরস্কার করি।

কী এক তন্তু তখন থেকে হাওয়ায় ভাসছে, এমনি ভাসছে। আর কিছু না